অগ্রন্থিত ওহী

অগ্রন্থিত ওহী

র ন ক জা মা ন



অগ্রন্থিত ওহী ❖ রনক জামান

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

— পরিবেশক —
কথা, চিবিমা, কহরদরিয়া
ভারতে: ত্রিপুরা বাণী প্রকাশনী, ত্রিপুরা
এবং অক্ষর পাবলিকেশন্স, ত্রিপুরা ও কলকাতা
আমেরিকা: মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
কানাডা: কথে ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, মন্ট্রিয়ল

— অনলাইন —
www.daraz.com.bd/teuri-prokashon
www.rokomari.com/book/publisher/4598

তিউড়ি প্রকাশনা — ৬৩

ISBN 978-984---

প্রকাশক: প্রভাতী রানী সিনহা ॥ যোগাযোগ: তিউড়ি প্রকাশন, ১০ মিউনিসিপ্যাল সুপার মার্কেট, পরিবাগ, ঢাকা ॥ দূরালাপন: ০১৬৭৬-১৪৭৮৪৪, ০১৯৫৩-০০৬৫২৪ ॥ ইমেইল: teuriprokashon@gmail.com ॥ প্রচ্ছদ: শাহাদাত উল মূলক ॥ মুদ্রণ: তিউড়ি প্রিন্টার্স, ঢাকা ॥ মূল্য: ৳ ১৩৫.০০ টাকা (বাংলাদেশ), ৳ ৭.০০ ডলার (আন্ত:)।

উৎসর্গ—

আরজ আলী মাতুব্বর

কবিতা বলতে যা ধারণ করি বা বিশ্বাস করি, সেই অর্থে—নিজের সেরা কবিতাগুলো চিরকাল অলিখিতই থেকে যায়, যাবে। প্রথমত, ভাষার নিজস্ব সীমাবদ্ধতা; দ্বিতীয়ত, আমার নিজস্ব ভাষা-সীমাবদ্ধতা। ফলে কল্পনা ও অনুভূতি যতদূর গড়াতে পারে, কলম ততদূর যেতে পারে না। মাঝখানের এই যে ব্যবধান, সুযোগ পেলেই যন্ত্রণা দিতে থাকে। আর প্রতিনিয়ত এই ব্যবধান কমানোর সাধনাই চলতে থাকে। এই সাধনায় স্বভাবতই উঠে আসে নিজেকে কেন্দ্র করে দেখা পৃথিবীর অভিজ্ঞতা, ভাবনা, বিশ্বাস এবং যে জীবন বেঁচে যাচ্ছি, সেই জীবনের বোধ। নিজের জীবনবোধকে যত্ন করি, আর এর ডালপালায় জন্মায় শিল্পসৃষ্টির মতো তীব্র দুঃসাহস।

রনক জামান
ranakzaman1991@gmail.com

সূচি

It is a fire that consumes me, but I am the fire.

—Jorge Luis Borges, "A New Refutation of Time"

সন্ধ্যাকালীন

সন্ধ্যাকালীন। ধরো, পথের দুইপাশে সহস্র বইয়ের দোকান
তুমি, বিরল বইয়ের মতো। তোমাকে খুঁজছিলাম।
হালকা শীত বৃষ্টি
তুমি শেলফ থেকে—বই থেকে—পাতা থেকে—অক্ষর
ঝেড়ে মুছে আবার গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?
অদ্ভুত
আবহাওয়া আজ। দুটো
বৃষ্টি ফোঁটার ব্যবধানে, ঝরতেছে রাশি রাশি শুকনো পাতা।

বাবা

মাতৃগর্ভে থাকাকালে আমার খুব বাবাকে দেখতে
ইচ্ছে হতো। বাবার তখন আমাকে
দেখতে ইচ্ছে হতো কিনা, বলতে পারি না।
বাবা দেখতে কেমন, কীভাবে হাসেন, কথা বলেন—
একেকবার মনে হতো তিনি ফেরেশতার মতো।
অথচ যতবার মাকে কাঁদতে শুনেছি
বাবাকে জগতের নিষ্ঠুরতম লোক বলে মনে হতো।
ঘৃণা হতো। তার মুখ না দেখার ইচ্ছেরা
চেপে বসতো তখন। মা কাঁদতে কাঁদতে নানাবাড়ি
চলে যেত। কিন্তু পৃথিবী ছাড়া
আমার আর কোথাও যাবার ছিল না।

বৃক্ষ

জানালার ওপাশে দু'টো বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে।

খুব কাছে

পাশাপাশি

স্পর্শের আকাঙ্ক্ষাবিহীন

যেন কারো প্রতি কারো কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই

এপাশে

আমরা দুজন,

বৃক্ষ হতে চেয়ে কতবার

ব্যর্থ হয়েছি

বিকেলের বিপরীতে

একটি এরোপ্লেন, খুব রোদ্দুরে
একফালি মেঘের মতন আমাকে ছায়া দিয়ে যায়।
ভাবি আসন্ন বিকেলে, হলদেটে রোদের ভূমিকা
সে যে কোনো বিকেলবেলা
নিজেরই ছায়ার সম্মুখে আরো অসহায় হয়ে পড়ি
যে ছায়া ক্রমশ দীর্ঘতর হয়
আর আমি অল্প অল্প করে গুটিয়ে যেতে থাকি
আমার ভেতরে;
ভাবি সে ছায়া
অতিকায় হতে হতে মাথা তুলে দাঁড়াবে একদিন
আর আমাকে শু'য়ে পড়তে হবে
বরাবর—ভূমির সাথে, মেঝের সাথে

ইনসোমনিয়া

এক ডাক্তার বন্ধুর পরামর্শে
ঘুমোতে যাবার আগে রোজ ভেড়া গণনা করি,
আর প্রতিরাতেই আমার একটি ভেড়া শুধু কম পড়ে যায়।
আমি সেই নিখোঁজ ভেড়ার খোঁজে, শরীরে সকাল বাঁধিয়ে রোজ
খালি হাতে ঘরে ফিরে আসি। আয়নার সামনে দাঁড়াই।
নিজের বিম্ব দেখে চিনতে কষ্ট হয়,
তারও দুই চোখের চারপাশে ডার্ক সার্কল;
আমার দেয়ালের দেয়ালঘড়িটির মতো কালোরঙা, গোল।
যার প্রতিটি সেকেন্ড ধরে প্রতিনিয়তই আমি ভবিষ্যতের দিকে চলি।
আর আমার প্রতিবিম্ব, তার
নিখোঁজ ভেড়ার খোঁজে অতীতের দিকে হাঁটা দেয়।
কেননা, আয়নার ওপাশের দেয়ালঘড়িটি
উলটো ঘোরে

পাঠ

যে কোনো কাগজই একেকটি মৃত গাছ।

সোফার টেবিলে রাখা আধখোলা ডায়রি তোমার
সামান্য বাতাসেই পাতাগুলো
পাখির ডানার মতো জীবন্ত ঝাপটে ওঠে।
সে ডানায় তোমার দিনলিপি গোটা অক্ষরে

ওপাশেই, বিস্তৃত
দীর্ঘ তুমি—একই ভঙ্গিতে, আধখোলা এবং
জীবন্ত, শরীরে কাগুজে ঘ্রাণ, অক্ষরের পর অক্ষর,
অচেনা ভাষা।

পাথর

এক টুকরো পাথর,
ভেতরে ঈশ্বরের ভাস্কর্য নিয়ে
পড়ে আছে পথের উপর।

সমুদ্রে যে যায়
(শাহ মাইদুল ইসলাম-কে)

সমুদ্রে যে যায় সে ফিরে আসে না।

ফিরে আসে অন্য কেউ
ফিরে আসে সমুদ্র স্বয়ং

ঢেউ—ঢেউ রয়ে যায়।
জল—অংশত জলের মতন।
আকাশ—দেখতে দেখতে
যে কোনো পাখির রঙ নীল হয়ে যায়

দুর্দিনে

পৃথিবীতে এসে আমি হারিয়ে গেছি।
আমার আত্মীয় স্বজন কেউ বিশ্বাস করে না একথা।
আর কাকে বলব?
কী করব?
আমার তো বিজ্ঞাপন নেই
(বিলবোর্ড চুরি হয়ে গেছে)
ইমাম বললেন, আল্লাহ্-বিল্লাহ্ করতে। এসময় ধর্ম
ছাড়া আর কিছুই থাকে না।
কথা সত্য!
টের পাই, প্যান্টের পকেট থেকে তোমার ঠিকানাও
হারিয়ে ফেলেছি;
(টাকা ভেবে খরচ করেছি আশলে)
ভাবছি—বৃষ্টির কথা।
সে নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে তোমার বাসা।

চোখ দুটো দেখতে দেখতে

দুজন মুখোমুখি, হাত রাখি হাতের উপর—তোমাকে দেখি

একটা রিক্সা সশব্দে চলে গেল গন্তব্যে...
একটি মেহগনি ফলের বীজ চড়কির মতো পাক খেয়ে
উড়ে উড়ে...আপাতত তোমার চোখ!
এক চোখ নীরবে হাসে, বাকি চোখ বেদনা লুকায়
দু'চোখের মাঝখানে একফোঁটা ঘাম।

সেই দুটো চোখ থেকে দূরে, শত সহস্র মাইল ব্যবধানে,
পৃথিবীর অন্যপাশে, তোমার ঠোঁট...রিক্সা...মেহগনি ফলের বীজ...
পাক খেয়ে উড়ে উড়ে মাটিতে নামে...

সংসার, একটি বংশগত রোগ

এরচেয়ে মৃত্যু ভালো, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বাবা বলতেন। অর্ধেক কবি, অর্ধেক গৃহস্থ তিনি। পুরোদমে সংসার করেছেন, কবিতা লিখেননি একটিও। বলতেন মৃত্যু কোনো রোগ নয়, মৃত্যুর প্রয়োজনে বাঁধানো যেতে পারে দু'একটি ইয়ে—সংসার কিংবা কবিতা। বাবার পোষা এক খরগোশ ছিল; যার দুঃস্বপ্নে এখনো দৌড়ে ফেরে একটি কাছিম। মা খোঁচা মেরে বলত, মানিয়েছে বাবার পাশে। উদাস ভঙ্গিতে খরগোশের নরম পশমে আঙুল বুলাতে বুলাতে বাবা বলতেন, একবার জেতানো দরকার খরগোশটাকে। মা কিছু বলত না আর। সে ছিল কল্পনাপ্রেমী; নিজের মৃত্যুর দিনকে বিভিন্ন উপায়ে ভেবে কান্না করত। নিজের মৃত্যুতে এভাবে কাউকে আমি কোনদিন কাঁদতে দেখিনি।

দ্বীপ

প্রশান্ত মহাসাগরের খুব গভীরে কোথাও, শুয়ে থাকা বিচ্ছিন্ন ও একা কোনো দ্বীপের মতোই তুমি নিঃসঙ্গ। অথচ সবুজ ও প্রজাপতিময় সাজানো শরীর তোমার; পাশ দিয়ে যাবার কালে, কবে এক মুগ্ধ নাবিক—নেমেছিল আশ্চর্য তোমাতে। যেন সে দৃশ্যত তোমারই বুকের তিল ছিল। ভালোবেসেছিলে তাকে? একাকিনী দ্বীপ! অপেক্ষা মুছে ফেলো এই, ভুলে যাও জাহাজের ঘ্রাণ। কেননা নাবিক ভুলে যায় স্থলের অসুখ, সব পিছুটান।

শুধু দূর থেকে দেখা এক দ্বীপের স্মৃতি, বড়জোর লেগে থাকে—দূরবীনে তার

ঝড়

গাছ সব হেলে গেছে কিবলামুখী—
উড়ে গেছে একটি বা দুইটি পালক
তার
নিজস্ব পাখিরে ফেলে।
আমি
এইখানে আমাকেসমেত আজ
একবার
চোখ বুজে
ফের তাকালেই—
নিজেকে
খুঁজে পাই
গাছের শরীরে
ফের পাখির শরীরে
ফের একটি বা দুইটি পালকে—

জ্বর ১০৪°

মনে হচ্ছে এক আশ্চর্যবোধক চোর
আমাকে বোকা করে
কিছুই না হাতিয়ে
পালিয়ে যাচ্ছে খুব, যেন দূর—ইতস্তত রাত্তির
আর প্রতিবেশী মেয়েটির ভীষণ মাতাল ভোররাত
ঘরে ফিরছে আমার
নিজের দরজা ভেবে টিংটং
খুলে দিচ্ছি ভোর
হাওয়া এসে ঝাড়ু দেবে—চোর—
কেটে যাবে রাতের মতন—ঘোর—
রক্তের ভেতরে আমার
শিরা-উপশিরাময় পুলিশ দৌড়ে ফিরছে, আর
প্রচণ্ড আত্মসমর্পন ঘটে যাচ্ছে।
মানে ব্যস, কিছুই করার আর নেই
মানে, যে জীবন ভাবছ তোমার
সেও কবে যাপন করে গেছে কেউ
মরে-টরে গেছে

একদিন

একদিন মধ্যরাতে
মদটুকু ফুরিয়ে যাবে আয়ুর মতন।
কাছে ও কিনারে তখন ওই চারটে দেয়াল প্রতিবেশী
বাইরে অসংখ্য ভিনগ্রহচারী। এসময় স্বচ্ছ আকাশ অথচ আয়নাও মিথ্যে বলে
এসময় শূন্য বোতলটাকে টেলিস্কোপের মতো মনে হতে পারে
যদি তাতে উঁকি দিয়ে আকাশে তাকাও, আর শতকোটি
আলোকবর্ষ দূর হতে, যদি চুইয়ে চুইয়ে
নামে—শেষফোঁটা মদ

সুইসাইড

ক্লান্ত ছুরির পাশে—খণ্ডিত আপেলের মতো
শুয়ে আছি

আর মধ্যরাতের ট্রেন,
রাত্রিকে ভাষা দিতে দিতে মগজের গভীরে
কোথাও...

(যাত্রা চলমান)

নিখুঁত খুনের প্ল্যান বদলে বদলে কবিতায়
পৃথিবীকে দু'ভাগ করে ট্রেন—চলে যাচ্ছে

সামাজিক জীব

আমরা সবাই সবাইকে চিনি।
প্রতিবেশী, আত্মীয়-অনাত্মীয়, বন্ধু ইত্যাদি
অচেনা কারো মুখোমুখি পড়ে গেলে
আমরা তাকেও চিনে ফেলি
একে অন্যের সাথে মৃদু হেসে পরিচিত হই
সকলেই ভাই ভাই
শুধু আলাদা আলাদা নাম, পেশা
এমনকি খাবারের রুচি;
আমরা এভাবেই সবাই সবাইকে
চিনতে চিনতে, চিনতে চিনতে
যার যার খাবারের তালিকা করি—
সকালের নাশতায় কাকে খাওয়া যায়,
অথবা দুপুরবেলায় ঠিক কাকে খেতে হবে।

বৃষ্টি

মেয়েটির মাথাভর্তি অসংখ্য যুবক।

কোত্থেকে তবু আরেকটি লম্বা তরুণ—ছয় ফিট তিন—এলো, ছাতা হাতে
তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করা গেল না কিছুতেই।
ওরা হেঁটে চলে গেল কোনদিকে।
আর সমস্ত দিনজুড়ে বৃষ্টি ঝরল খুব।
বৃষ্টির দুপ্রান্তে আমরা দুজন।
মাঝখানে তোমার বাবার মতো, কয়েকশো বছর হলো—বৃষ্টি ঝরছে আর
বুড়িয়ে যাচ্ছি আমরা।

প্লেটোর গুহায়

অর্ধমনস্ক রাত, ওঘরের বাতি জ্বলছে।
দরজার চারপাশে সে আলোর উজ্জ্বল ফ্রেম,
মাঝখানে আয়ত অন্ধকার—
(ভুলে যাওয়া দৃশ্যের মতো!)
শুধু মনে পড়ে, একটি স্বপ্নের ভেতর
শরীরসমেত কবে ঢুকে পড়েছি
আর বেরুনো যাচ্ছে না কিছুতেই।
নো এক্সিট!
কারা যেন দেয়ালে দরজা এঁকে ঘুমিয়ে
পড়ছে রোজ—
কারা?
প্রশ্ন করি
কেউ কোনো কথা বলছে না
অথবা বলছে নীরবতা,
খুলতে না জানলে দরজাও একটা দেয়াল

আমলকী

কোনো বিবর্ণ বটবৃক্ষের প্রতিবিম্বের মতো, আকাশে ঝুলে আছে একখণ্ড মেঘ। কিন্নরী, তোমাদের বাগানের আমলকী গাছটিও আরেক আকাশ। একেকটি আমলকী, মাঝে মাঝে মনে হয়, নক্ষত্রের মতো বিস্তারিত। কখনো বিকেলবেলা তুমি—চাঁদ হয়ে মগডালে ওঠো, আর আমলকী টুপটাপ ঝরতে থাকে। অর্ধেক পৃথিবী আমলকী কুড়ায় তখন। বাকি অর্ধেক—খসে যাওয়া নক্ষত্রের কাছে চোখ বুজে প্রার্থনা করে।

জল

মানুষের শরীরের সত্তর ভাগ নাকি জল। প্রভা, তোমারও কি তাই? ভাবলেই অন্যদের সাথে তোমাকে গুলিয়ে ফেলার ভয়, বিশেষত যারা সমুদ্রে বেড়াতে গেছে বা সমুদ্র ঘুরে এসে হাত নেড়ে ঢেউয়ের গল্প বলে, তুমি তাদের দলের কেউ নও। যদিও তাদের প্রত্যেকের শরীরেই সত্তর ভাগ করে জল, এমনকি আমার শরীরেও তাই। অথচ দ্যাখো, সামান্য তেষ্টাতেই আমি সবাইকে ভুলে যাই, সকলের পাশ কেটে তোমার কাছেই ছুটি প্রত্যেকবার!

রাত্রিকালীন

কেবল ওই চাঁদ
রাত্রির যে কোনো রাস্তায়
মনে হয় ফুটেছে কেমন ফুল পৃথিবীর বাইরে কোথাও
আর হাঁটছি এদিকময় বাবার স্যান্ডেল পায়ে
জ্যোতিকার প্রিয় সুর গুনগুন করছি একা
অর্ধমাতাল তাই
আলো ও আঁধারে যাই
উচ্ছ্বনে যেতে যেতে
কেবল ওই চাঁদ
রাত্রির যে কোনো রাস্তায়
পুলিশ পুলিশ ভাব
তাকে কিছুতে এড়ানো যায় না

ট্রান্সপোর্টে একদিন

সন্ধ্যা নামলেই
প্রথমত ভেবে বসি তোমার আড়াল
ছাতিমতলার গন্ধ
ভেসে যায় বাতাসের পিঠে
বিনিময় ফিরে আসে তোমার মতন কেউ—
কিংবা তুমিই
অথবা দূরের ট্রেন—আপন গতিতে ছুটছে।
যাকে দেখতে দেখতে প্রায়
দেখতে দেখতে যেন
আমার এ দুটো চোখ
পরবর্তী স্টেশনের মতো
বিস্তৃত প্লাটফর্মের মতো
প্রশস্ত হয়ে দুইদিক, ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে।

জন্মদিনে

নিঃশ্বাস নেবার মতো নেই পর্যাপ্ত বাতাস আর ওঘরের উইন্ডচাইম
টুংটাং বেজেই চলেছে—মৃদু—সূর্যোদয়ের মতো শব্দ তুলে।
কখনো মনে হবে, এইভাবে বেঁচে থাকা ভালো। জন্মদিনের সাথে
আরো কিছু দিন জড়ো করে, স্তূপ করে, স্রেফ বেঁচে থাকা যায়।
যদিও নিজের অস্তিত্ব কেবলই ধারণা, তাই, চিঠি লিখো—
শ্রীমরণেষু, এইভাবে বেঁচে থেকে একদিন, কিছুতেই মানাচ্ছে না।

(মায়ের পুরনো ছবি দেখে চমকে উঠি। আমার জন্মের দুবছর আগে তোলা ছবি। কোথাও আমি নেই—অথচ মা হাসছে?)

একজন বৃক্ষের গল্প

আমার বাবা বৃক্ষ ছিলেন।
সমস্ত রোদ ঝড় মাথায় করে, একা ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে...
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে...

মা ছিল সে বৃক্ষের পাতার মতো। রোজ একটু একটু করে
ঝরে পড়ত। সৌরতাপে ভাত চুলোয় বসাতো।

আর সে ভাতের অপেক্ষা নিয়ে আমি ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে...
(নতুন শেকড় পায়ে)
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে...
সমস্ত রোদ ঝড় মাথায় করে
বাবা—বৃক্ষ হতে হতে একদিন—কাঠ হয়ে চুলোর ভেতর

(ফুলের মতো আমাদের, ফুটেছিল ভাত)

দৈনিক মহাকাল

প্রায় সাতশকোটি মানুষকে জিম্মি করে পালাচ্ছে পৃথিবী। রাজধানীতে অজ্ঞাত যুবতীর লাশ উদ্ধার। ১৭ পৃষ্ঠার প্রথম কলামে সড়ক দুর্ঘটনা, নিহত ৪। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল আবার হেরেছে। লাহোরের শিয়া মসজিদে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ। উত্তর কোরিয়ায় রকেট নিক্ষেপ। ১১ পৃষ্ঠায় একটি রকেট স্মৃতিশক্তি হারিয়ে দিক্বিদিক ছুটে যাচ্ছে। শেয়ারবাজার অস্থিতিশীল। দাম বেড়েছে ভোজ্য তেলের। শেষ পৃষ্ঠায় হারবালের বিজ্ঞাপন। সেখানে সুখী চেহারার এক মধ্যবয়সী লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

লোকটিকে আমার খুব সন্দেহ হয়।

পাগল

একজন পাগল, পথে পথে ঘুরে খুব সস্তায় স্বর্গ বিক্রি করত। তার ধারণা, মানুষগুলো সব স্বর্গে গেলে, পৃথিবীজুড়ে সে পাগলামি করবে একাই। বহুদিন হলো তার দেখা নেই। বেঁচে আছে কিনা তাও জানা যায়নি। যদি বেঁচে থাকে, তবে অন্য কোথাও গিয়ে বিক্রি করছে স্বর্গ। বেঁচে না থাকলে, একাই পাগলামি করছে পুরো স্বর্গজুড়ে। আবার তার দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করা যেত, পৃথিবী দখলের এই প্রাচীনতম ধারণা সে কোথায় পেয়েছে?

জলজ

একপৃষ্ঠা সৈকতজুড়ে
যতবার
দুজনার
লিখে রাখি নাম
ওই লবণাক্ত
বালির উপর,
ঢেউ এসে ততবার
মুছে দিয়ে
নাম দুটো
নিয়ে চলে যায়।
আমাদের
দুজনার
দুটো নাম
জমা থাকে সাগর হৃদয়ে।

টেস্টামেন্ট

আকাশ−
স্থলের দুঃখবিহীন এক মহাসমুদ্রের নাম।
পাখিগুলো আকাশের মাছ;
আমি মাছের আশায় তাতে জাল ফেললাম
উঠে এলো ঈশ্বর—মৃত লাশ!

সম্মুখে

সম্মুখে
অনন্ত অর্থহীনতা
তাই পেছনে তাকাই
পেছনে আমার, আরো অনেক
অনেক সেই অতীতে দাঁড়িয়ে থাকা
বানরমুখো সব পূর্বপুরুষ। আমাদের পূর্বপুরুষ।
তাদের চোখগুলো আয়নার মতো মসৃণ;
আমাদের প্রতিবিম্ব নিয়ে তাকিয়ে আছে,
আর ভাবছে, আহ, তাদের সন্তানেরা,
অবিকল শিখে গেছে মানুষের অভিনয়, ভঙ্গি...
আর কিছু বলছে না তারা,
নীরব ও ভাষাহীন।
এই নীরবতা
ব্যাকরণ–সমৃদ্ধ,
নতুন এক ভাষার মতো।

দ্বিতীয় প্রকৃতি

দৃশ্যত, যতদূর চোখ যায়
সূর্যশাসিত দিন
সবটুকু নিজের লাগে

এই টলমলে রোদ
আকাশে ছড়িয়ে থাকা
শিমুল তুলো
আর বর্ষাজনিত ঐ বিস্তৃত মাঠ
প্রতিবিম্ব−চাষিদের
নৌকা পেরিয়ে আরো
আ রো ক ত দূ র

এমন সময় তুমি
সমস্ত আড়াল করে
দৃশ্যজুড়ে এসে
দাঁড়িয়ে গেলে—

তনু

তার কথা ভাবি, ধর্ষণের পর যাকে হত্যা করা হয়েছিল নির্মমভাবে।
কাগজে লাশের ছবি দেখেছি তাহার। তাকে ঘিরে ছিল
পুলিশ ও জনতার উৎসুক ভিড়। প্রচার হচ্ছিল : আনুষঙ্গিক দৃশ্য ও
'ধর্ষণ'–এর মতো একটি উজ্জ্বল শব্দ—উহাদের
মাথার ভেতর। আর তারা প্রত্যেকেই লাশটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল
একেকটি উত্থিত শিশ্নের মতো।

জীবন

আজন্ম উলটে রয়েছি আমি।
আমার মাথার নিচে আকাশের বিস্তৃত খাদ,
আর দুইপায়ে ধরে আছি পৃথিবীটাকেই—
হাঁটছি না প্রায়
পৃথিবীই
ঘুরেফিরে গন্তব্য নিয়ে আসে পায়ের তলায়
এভাবেই কখন যে কবর এলো
আর
প্রেমিকার হৃদয় ভেবে তাতে ঢুকে পড়লাম
এখন
আমার পাশে শুয়ে থাকে প্রাচীন এক লাশ।
লাশটিকে প্রেমিকার সাবেক প্রেমিক ভেবে কোনদিন
কথা হয় না

জাতিস্মর

মানুষ, নক্ষত্র-ধুলোর শরীর।
অতলান্তিক পেরুবার কালে, কলম্বাস,
আমাকে দেখেই তার জাহাজের দিক মেপেছিল।
আমাদের সেই চোখাচোখি, সেই ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতি—
এই নক্ষত্রবিহীন রাতে, একটু একটু করে
মনে পড়ছে

জার্নাল

১.
নাতাশা, সেদিন আপনাকে পরিচিত মনে হয়েছিল।
বিশেষত আপনার ঘ্রাণ।
(এরকম হয়নি আগে—)
আমরা কি পরিচিত পরস্পর?
পূর্বজন্মে কিংবা একই বাসে মাঝে মাঝে যাতায়াত করি?

২.
গোলাকার পৃথিবী বা কাগজের সমতল মানচিত্রে—কোথাও তো ছিলেন আগেও! আপনাকে হয়ত দেখেছি প্রতিবেশী ছাদের উপর; স্বামীর অগোচরে, প্রাক্তন প্রেমিকের সাথে।

এতো উঁচুতে—
প্রথমত, পাখি ভেবেছিলাম।

৩.
নাতাশা, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। আর আপনি ভাবছেন লোকটির ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই, তাই বিশ্বাসসংক্রান্ত যে কোনো আলাপ আপনার অপছন্দ। এই ক্রমশ দ্বিধার মাঝে তলিয়ে যেতে যেতে আপনি কি চাইছেন, আপনাকে অবিশ্বাস করি আমি? আর আপনি হয়ে উঠুন অদৃশ্য ও অশরীরী—ঈশ্বর যেমন?

৪.
চাইলেই মিলিয়ে যেতে পারেন এই জ্যোৎস্নার মাঝে। কেননা এক শ্বেতাঙ্গকে আমি বরফের রাজ্যে হারাতে দেখেছিলাম, এবং এক নিগ্রোকে দেখেছি অন্ধকারে সম্পূর্ণ মিলিয়ে যেতে।

৫.
সেদিন আপনি ছিলেন না সেখানে, নাতাশা। অথচ আপনার দিকেই আমি অপলক তাকিয়ে ছিলাম।

শ্রোডিঙ্গারের বেড়াল

(সুপার পজিশন অব গড)

যে বেড়াল ছিল না কোনদিন, তারেই খুঁজে ফিরি হন্যে হয়ে।
পথে ও বিপথে ও যত্রতত্র তার নাম ধরে ডাকি, আর বিভিন্ন
ঠিকানা হতে, থলেদের গভীর হতে, উঁকি দেয় অন্যান্য :
লেজের মতো আর থাবার মতো আর জ্বলজ্বলে চোখের মতো

(কিন্নরী, আমাদের পাথরখচিত স্মৃতি—জমে জমে পাহাড়প্রমাণ হয়ে গেছে। সে পাহাড়—দূর থেকে দেখে মনে হয়, মেঘের বালিশ পেতে মাথা গুঁজে আছে)

বর্ষাকালীন

আমাদের স্মৃতির পাহাড়, মেঘের বালিশ থেকে বৃষ্টি নামায় আর
অদূরেই একেকটি দিন—
এরকম মনে হয় যেন
অবিরাম বৃষ্টির মতো ঝরেই চলেছি খুব
শহরের রাস্তায়
যে কোনো গলিতে, আর
প্রতিটি জানালার ওপাশ থেকে তুমি—আনমনে চেয়ে দেখছো।

* "মেঘের বালিশ" শব্দঋণ : আলবেনীয় কবি ইসমাইল কাদারে।

টস

একটা পয়সা টস করতেই
গিয়ে পড়ছে ভিক্ষুকের থালার উপর।
কার পেট—
পা ফেলতেই। হাতড়ে
ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না অসুখ,
খিদে ও যৌনতা। পয়সাটি পড়ে আছে।
গ্রহটি ঘুরছে। দিনে দুবার উলটে—
এপ্রান্তে টেল, ওপ্রান্তে হেড
            পড়ে থাকছে।

সেলুন বিষয়ক

চুল কেটে রোধ করি এই ক্রমবর্ধমানতা
নুয়ে, আরো ন্যুব্জ হয়ে
ভিড়ে মিশে যেতে যেতে
আরো পষ্ট—হয়ে যাচ্ছি কিনা ক্রমাগত
ওই আয়নায় আয়নায়
অগণিত প্রতিফলনে
কিংবা এ অভিজ্ঞতায়
কেউ জেনে ফেলছে কিনা
কে প্রকৃত আর কে প্রতিবিম্ব!

প্রতিবেশী

যেন অনেক অতীত হলো
হত্যার কথা ভেবেছি কাউকে।
এবং দেয়ালে
দেয়ালের অন্যপাশে—
কে যেন হেসেই রোজ
অনেক অনেক রাতে
খুন হয়ে যায়।

লাশটির সাথে দেখা হয় প্রায়ই
দেখা
হয়ে যায়
—ছাদে, সিঁড়িতে, স্বমেহনে
কোথায় কোথায়